দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
সোমবার ১৫ শ্রাবণ ১৪১৯
৩০ জুলাই ২০১২

সুন্দরবনে ১১ বছরে ৪০ বাঘের মৃত্যু

নীহাররঞ্জন সাহা, বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হয়েছে। 'বাঘের আবাসস্থল সুন্দরবন রক্ষা করুন' এই শ্লোগান নিয়ে রবিবার সকালে বাগেরহাট স্বাধীনতা উদ্যান থেকে সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের উদ্যোগে দিবসটি পালন করা হয়। শহরের স্বাধীনতা উদ্যান থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রাটি প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। পরে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাগেরহাট ৪ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মোজাম্মেল হোসেন, সদর আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকাত আলী বাদশা শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। পরে আলোচনাসভায় বক্তারা সুন্দরবনের রাজা রয়েল বেঙ্গল টাইগার রক্ষার আকুতি জানিয়ে মানুষের হাতে বাঘের মৃত্যু রোধে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি জানান।

বাগেরহাটে বিশ্ব বাঘ দিবস পালন

অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাঘ রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নিলেও বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এক যুগ ধরে ফাইলবন্দি অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাঘ রক্ষা প্রকল্প 'টাইগার প্রজেক্ট সুন্দরবন'। আর এ কারণেই বাগেরহাট জেলার কোলজুড়ে অবস্থিত সুন্দরবনে বাঘের মৃত্যু আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। ১১ বছরে (জুলাই ২০০১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত) সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় চোরা শিকারীদের হাতে, গ্রামবাসীর পিটুনি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৪০টি বাঘের মৃত্যু হয়েছে। সুন্দরবন বিভাগ সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সুন্দরবন বিভাগ বাঘ নিহত হওয়ার ও লোকালয়ে বাঘের প্রবেশের কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে— প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস), লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়া, মিঠাপানির অভাব, খাদ্য সংকট, বন ধ্বংস, চোরাশিকারী দৌরাত্ম্য ইত্যাদি। সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মিহির কুমার দো কোনো বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়লে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা না নিয়ে দ্রুত বনকর্মীদের অবগত করার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সর্বশেষ ২০০৪ সালে পরিচালিত সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে ৪৪০টি বাঘ রয়েছে। এরমধ্যে বাগেরহাটের চাঁদপাই ও শরণখোলা রেঞ্জ এলাকায় ৩২টি পুরুষ ও ১২৮টি স্ত্রী বাঘ এবং ৯টি বাচ্চা বাঘের অবস্থান। এছাড়া খুলনা ও সাতক্ষীরা রেঞ্জ এলাকায় ৮৯টি পুরুষ ও ১৭০টি স্ত্রী বাঘ এবং ১২টি বাচ্চা বাঘ রয়েছে বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়েছিল।